ভোরের কাগজ

MAY 07 2002

তারিখ ...
পৃ ৩ কলাম ৭

গাজীপুরে মাদ্রাসা অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের চতর এলাকার একটি মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ, তহবিল তসরুফ, মাদ্রাসার সম্পত্তি আত্মসাৎ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের দুইজন সদস্য এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের উপরেজিস্ট্রার, মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট ও পৌরসভার সালিসি বোর্ড মাদ্রাসার বিভিন্ন দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, চতর এলাকার গাজীপুর ফাজিল মাদ্রাসাটি ১৯৮২ সালে দাখিল হিসেবে সরকারি মঞ্জুরি পায়। তখন থেকেই জনৈক সুলতানউদ্দিন আহমদ নিজেকে কাগজে-কলমে অধ্যক্ষ হিসেবে দেখান অথচ ওই সময়ের অনেক আগে থেকেই '৯৬ সাল পর্যন্ত সুলতানউদ্দিন পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার ক্লার্ক পদে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সুলতানউদ্দিন ১০ বছরের চাকরির ভুয়া অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়া সনদপত্র দিয়ে উচ্চতর গ্রেডে বেতন উত্তোলন করেন।

এ ছাড়া অধ্যক্ষ তার জামাতা আবুল কালাম আজাদ যিনি কারী হিসেবে চাকরিরত ছিলেন, নিয়মবহির্ভূতভাবে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দেন। কারী হিসেবে চাকরিতে থাকা অবস্থায় আবুল কালাম আজাদ ওই মাদ্রাসা থেকে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে বেআইনিভাবে কামেল পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। এমনকি ১৯৮৪ সালে কারী হিসেবে নিয়োগদানের সময় আবুল কালামের চাকরির ন্যূনতম বয়স (১৮ বৎসর) ছিল না। এ ব্যাপারে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর লুৎফুল কবির তদন্ত করে অনিয়ম চিহ্নিত এবং জরিমানার সুপারিশ করেন।

মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাতের নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের মার্চে মাদ্রাসার গভর্নিং বডির ২ জন অভিভাবক সদস্য ও ১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত হয়। কমিটি শুধু এক বছরের অডিট করতে গিয়ে লাখ লাখ টাকার অনিয়ম পায় এবং অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার সুপারিশ করে। এ ছাড়া অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ মিলে মাদ্রাসার সাড়ে ৫ শতাংশ জমি, কাঠ, টিন, কয়েক টন রড, শতাধিক বস্তা সিমেন্ট ও আসবাবপত্র আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। অতি সম্প্রতি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের একজন শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ গং-এর সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যের বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এসব নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

বিভিন্ন দুর্নীতির ব্যাপারে অধ্যক্ষ সুলতানউদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার জামাতার (উপাধ্যক্ষ) ক্বারি পদে চাকরি করাকালীন নিয়মবহির্ভূতভাবে কামেল পরীক্ষা দেওয়া ও এ সংক্রান্ত জরিমানা এবং মাদ্রাসার কাঠ, টিন, রড, সিমেন্ট ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগ স্বীকার করেন। সরকারি চাকরির পাশাপাশি মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বপালনের কথাও তিনি স্বীকার করেন। অর্থ আত্মসাতের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'নিজের ঘামে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। এর বেশি কিছু বলার নাই।'